: প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা :

প্রথম প্রকাশ—১লা মে, ১৯৬০

প্রকাশিকা ঃ

আভা মুখোপাধ্যায়

রূপরেখা প্রকাশন

শ্রীরামপুর

হুগলী

মুদ্রক ঃ

গৌরী ভট্টাচার্য্য

গণ মুদ্রণ

১৮, ভাদুড়ী লেন,

শ্রীরামপুর

হুগলী

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

আর্টলিংক (ইণ্ডিয়া)

১/২ এইচ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০১২

খুকীমা শহীদ প্রতিভার স্মরণে—

খুকীমা শহীদ প্রতিভার স্মরণে—

খুকীমা শহীদ প্রতিভার স্মরণে—

ঃ সূচীপত্র ঃ

রুদ্ধ

উৎসের মুখ রুদ্ধ হ'য়েছে,
মাথা খুঁড়ে মরে কলকল্লোল আজ,—
ধাপে ধাপে নুড়ি, প্রস্তর যত
তরু তৃণ-লতা,—জিহ্বা তৃষিত,
হাঁপিয়ে উঠছে, 'জল কোথা জল—
ফটিক জল

দু'পারের ঘাস করে—হাঁস-ফাঁস,
মরুর পরশ আনে যে বাতাস,
কুসুম-অনিনা ক্লান্ত নয়নে
দূরে চেয়ে থাকে শান্ত শয়নে,—
চেয়ে থাকে শুধু উৎস মুখেতে,
মৃত প্রায়,—তবু আগামী সুখেতে
আপন হৃদয় ভুলায়ে।

কবে কলকলে ব্যাকুলি নামিবে,
প্রাণ-বন্যায় কূল আকুলিবে,
ছুটে ছুটে যাবে সসীমে অসীমে;
হৃদি সমুদ্রে প্রাণেরে ছড়ায়ে
তৃষ্ণার বারি দু'হাতে ভরায়ে,
সবুজে সবুজে বাঁচার মন্ত্রে
দিক-দিগন্তে বিলায়ে?

দম্ভ

ক্ষমতার মদ্যপানে মানুষের চোখ হ'ল রাঙা !
কোথায় অথৈ জল আর কোথা আছে ডাঙা ?
কোথা খানা-খন্দ, আর কোথা যে মানুষ
বোধশূন্য মাতালের নেই কোন হুঁশ।
ছুটে চলে দম্ভগতি, এক রতি বোধ
মস্তিষ্কের কোষে কোষে হ'য়ে অবরোধ,
অস্ত্র হানে নিরস্ত্রেরে, ক্ষুধিতের গ্রাস কেড়ে লয়।
নিজ অস্ত্রে খুঁড়ে খুঁড়ে নিজের মাটীরে করে ক্ষয়,-
হয় কবরের জয়।

সহসা একদা দেখে—স্বখাদে আকণ্ঠ ডোবে
বাঁচাবার নেই কেউ মদিরা-রঙীন লোভে !
মাথার উপরে জ্বলে ক্ষোভ দাবানল,
ছোটে নেশা, প্রাণ-যাচে,—চোখ ছলছল !
আর্তব্যথা-বিচারক চলে দণ্ড তুলে।
আপনি মজিলে তুমি, আপনার ভুলে॥

ভ্যাম্পায়ার

সুবিশাল বিশ্বের মধ্যে কয়েকটী 'ভ্যাম্পায়ার' গোষ্ঠী
ধীরে ধীরে বিস্তৃত পক্ষের, আদর্শের মধুর বুলির বাতাসে,
মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে, তার চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে—
সম্পদ-শোণিত তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে টেনে টেনে নিরক্ত ক'রে,
ভাঁড়ারে ভাঁড়ারে জমিয়ে তুলেছে, তাদের মুখ বুদ্ধের মতন,
বাণী—চৈতন্যের আবেশে ভরপুর, গান্ধীর ধোঁকাবাজি,
রামধুনের খঞ্জনীর সুরেলায় রাম-রাজত্বের রামায়ণী কথা।
কথায় বলে, 'দেবতার বেলায় লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা,'—মনুসংহিতার অকাট্য বেদবাক্য।
নিরক্ত হাড্ডিসার দেহে যদি কেউ চোখ তুলে চাও,
ওদের ধাপ্পার কথা গাও, ঘুম থেকে জাগাও,—
তাহ'লে, গান্ধী বুদ্ধ খ্রীষ্টের অহিংস অস্ত্রে
তোমাকে হাড়হদ্দ করে ছাড়বে, আর চৈতন্যের
আচণ্ডালে কোল দেবার কথা বেতারে বেতারে
দিকে দিকে ছড়াবে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে।
ওরা গোপনে বিবস্ত্রা নারীর মেদ চটকাবে—
কামাতুর তীক্ষ্ণ আঙুলের ঢেউ তোলা গতিতে।
অনিচ্ছায় ও নারীকে ধর্ষিত করবে বিহ্বল হয়ে।
আর তোমাদের বলবে ডেকে, ডায়াসে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুৎদীপ্ত যন্ত্রে
সোচ্চারিয়া,—"টাকা মাটী, মাটী টাকা," "মাতৃজাতির অপমান
দেশ ধ্বংসের কারণ," যদি মুখ শুঁকে দেখ, দেখবে মদের গন্ধ।
চোখে দম্ভের গাঢ় রাঙা রঙ।
চাপা ঠোঁটে আসুরিক সংকেত!

তবুও ওরা আইন পাস করে বে-আইনী সভায়—
মদ নিবারনী আইন, ওদের গান্ধী নাকি বলে গেছে ওদের।
এই খেলা চলছে গান্ধীর দোহাইয়ে,—গান্ধীর নাম ছুয়ে ছুয়ে।
এদিকে ভ্যাম্পায়ার শোষা নীরক্ত নরকঙ্কাল ভেদ করে উঠছে ঐ গান,
রক্তে করে স্নান,
মিছিলের পায়ে পায়ে,—ঐ বাস্তিল দুর্গের দিকে।
একটী একটী ক'রে ইঁট খসিয়ে ফেলতে, তেমনি খসাতে
রক্ত খেকোর রক্তমাখা একটী একটী দাঁত, দৃঢ়পায়ে
সংকল্পের মত এগিয়ে চলে ;—আসছে রঙীন প্রভাত।
যে অস্ত্র দিয়ে ওদের মেরেছে, যে ঠোঁট দিয়ে শোষণ করেছে
তাই দিয়েই ওদের মারবে, আর সেই চঞ্চুই—
ভেঙে ভোঁতা করবেই।
তাই ঐ ওঠে গান,—
তোল তোল সুর
নীরক্ত দেহে আজ লয়ে খরসান—
হোক আজ তোমাদের আমাদের
নব উত্থান॥

পতঙ্গবৃত্তি

অনেক আশা করে
আমি হলাম পথচারী,
পথে পথে আশার গানে
ভাষা দিয়ে, জীবন শেষে পাড়ি
ভেবেছিলাম দেবো আমি। দেখবো ঘরে ঘরে জীবন্ত গুলবাগ
দিগন্তরে ছেয়ে যাবে সুগন্ধ
আর প্রেমের অনুরাগ।

হায়! একি আজ
ভুবন ছেয়ে গেল দেখি কাঁটার গুল্মবনে,
ফুলগুলি সব দলছে পায়ে,
কাঁটার মালায়
ঢেকে গেল মন-এ!

কেউ কাহারে দেখতে নারে।
অনায়াসে হানছে ছুরি বুকে।
বড় বড় আদর্শ আজ, যন্ত্রমুখে, চলছে ধুঁকে ধুঁকে।
প্রেমের স্নেহের পরশ দিলেও, হরষ জাগে নাকো,
চোখের উপর যতই তুমি মহান ছবি আঁক—
ইচ্ছে ক'রে, চোখ বুজে সব মুখ ফিরিয়ে রবে,
সোজা কথার মানেগুলো বেঁকিয়ে মনে লবে;
এ সব ইচ্ছা-অন্ধ জনে কে দেবে আলো?
শিবকে অশিব ভাবছে যারা,—ভাবছে এটাই ভালো,
পতঙ্গেরে কে ঠেকাবে আগুন থেকে আজ?
আগুনে সে ঝাঁপ তো দেবেই, এই তো তাহার কাজ।

বীরের মরণ-মহৎ মরণ করছে অবহেলা,
দিনকে যারা মিথ্যেবলে , গভীর রাতে মেলা
বসায় যারা, গুপ্তগুহার অন্তরালের নীড়ে,—
ভাসবে যারা, মজবে তারা গড্ডলিকার ভীড়ে ।
বাঁকা পথের যাত্রীরা সব—ছেড়ে সোজা পথ
খন্দ-খানার পথে যাবে, চালাবে তার রথ ।
সবার ভালো নিজের ভালো মানবে নাকো যারা,
জোয়ার মুখে ডুববে তারা হবে চিহ্নহারা ।
তবুও মানুষ থাকবে বেঁচে, হাতেতে হাত দিয়ে—
জীবন ফুলে গাঁথবে মালা একান্ত মন নিয়ে ।
সেই আশাতেই এবারের এই জীবন দীপ জ্বেলে—
একটী শিখার সমাপ্তি গান গেলাম হেথায় ফেলে ।
রে মুসাফির ! পথচারী ! পথের বাঁকে চল,
আত্ম গহণ-গোপন গুহায় সেথায় যাবি চল,
মরার যারা—মরবে তারা, ঠেকাবি কি দিয়ে ।
বিদায় রথে ওঠনা এবার আপন ব্যথা নিয়ে ।

কেন গাই

রক্ত, মাংস, রস, ত্বক মাঝে আছে কত যন্ত্র আদি,
আদিকাল হ'তে আজও, শিরা-উপশিরা দিয়ে, ছন্দে ছন্দে
ছুটে চলে রক্তধারা নূপুর নিক্কণে, হৃদপিণ্ড পাখোয়াজে
গুরুগুরু তাল ওঠে জীবনের বেগে
সঞ্চারিয়া মননের গান, যুগে যুগান্তরে,
দেহে দেহে মগজের শিবলোকে বাধা দিয়ে,
অশিবের আক্রমণে, বিকিরিয়া প্রেমলোকে,
সমাজের উচ্চ আর নিম্নস্তর বস্তিতে বস্তিতে।
উচ্চ-মঞ্চ-চালচিত্র জৌলুষে ভুলিয়ে
যারা যুগ যুগ হতে,—বিষাল এ মানুষ জীবন।
সেই ব্যথা বঞ্চিতের দলে ফিরি
নিয়ে কথা সুর—
বুদ্ধের মুখোশ-পড়া—আড়ালে অসুর
তাদের চিনিয়ে দিতে তাই তুলি সুর ;
তাই গাই রক্ত-মাংসে গড়া এই বঞ্চিতের গান
আমার অপটুভাষা, বুকফাটা স্বরে,—
বঞ্চনার মৃত্যুঘণ্টা-বাদকের তরে।

মানুষ তাহার নাম

শোন,—পেটী বুর্জোয়ারা শোন ! হতাশ মানুষ যত শোন
পৃথিবী ব্যাপিয়া মানুষেরা আছে যত
কারো সাথে ভেদ নাই কিছু কারো কোনও ।
আমরা যে আছি,—থাকব না জানি,
তবু দেশে দেশে
মানুষ থাকবে, মানি ।
"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে ?"
এও তো কঠিন সত্য—
তবু এক আছে তত্ত্ব,
জীবন একবারই আসে,
দু'বার আসে না সে,
তাই গাই মানুষের জয়, মাটি, বৃক্ষ, তৃণ ও লতার
ঝোড়ো ঘূর্ণী, মৃদুমন্দ হাওয়া, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মালা
আর সূর্য্য-চন্দ্রাকুল আলো থাকবে যুগে যুগান্তরে
ফুলগন্ধ, দ্বন্দ্ব-ছন্দ, আনন্দ-বিষাদ করে সেবা,
গেয়ে যাই সে সবার গানে
এ যুগের সাথে বাঁধি ও যুগের সেতু প্রাণে প্রাণে,
অবহেলিতের যত বস্তির পথে পথে
যে কান্না যখনই শুনি
তাই দিয়ে বুনি মোর কথামালা
পরাইতে তাহাদের গলে—
সংগ্রামের পথে পথে যারা
যুগে যুগে চলে ।